আল্লাহ্ কি আসলেই পুরুষ ও নারী উভয়কেই নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

মূল শব্দ

তাদের

বহুবাচক সর্বনাম ও বহুবাচক ক্রিয়াপদ

অবশ্যই! আল্লাহ্ প্রথম নারী ও পুরুষকে সম্মান দিয়েছেন ও রহমত করেছেন এবং উভয়কেই মূল পাঁচটি আদেশ দিয়েছেন। পাপহীন সৃষ্টির আদর্শ পরিপূর্ণতায়, আমরা মানবজাতিকে রহমত করার ও এমন একটি পৃথিবী প্রতিষ্ঠা যা মানুষের উন্নতির দিকে পরিচালিত হয় - এমন ইচ্ছা আল্লাহের হৃদয়ে দেখতে পাই। পয়দা ১:২৮ আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহের প্রথম শব্দ দেখতে পাই:

"আল্লাহ্ তাঁদের দোয়া করে বললেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে দুনিয়া ভরে তোলো এবং দুনিয়াকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন। এছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি প্রাণীর উপরে রাজত্ব কর।"

আমরা কিভাবে বুঝি এই আদেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য, শুধু পুরুষের জন্য নয়? ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম

আল্লাহ্ স্পষ্টতই নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য এই রহমত ও আদেশ দিয়েছেন কারণ আল্লাহ্ পাঁচটি, বহুবচন ও অনুজ্ঞাসূচক হিব্রু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। আবার লক্ষ্য করুন আল্লাহ্ তাদেরকে "তাদের" বহুবচন দ্বারা রহমত করেছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শক্তিশালী ও ঐকতানিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করেছেন সেই শুরু থেকেই।

আল্লাহ্ বহুবচন ক্রিয়াপদ ও বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করেছেন

প্রথম পাঁচ আদেশ

আল্লাহ্ নিজেই এই পাঁচটি, অভিন্ন ক্রিয়াপদ দিয়ে পুনরাবৃত্তি করেননি। বরং এই আদেশগুলো লোকেদের জন্য আল্লাহের স্পষ্ট ও কৌশলগত নীলনকশা প্রদান করে। যেহেতু, আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথেই কথা বলেছেন, তাই তাদের উভয়কেই এই আদেশের প্রতিটি আদেশ পালন করতে হবে।

১. ***পারাহ* (ফলশালী হওয়া)** – আল্লাহ্ প্রথম দম্পতিকে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন তারা একে অপরকে উপভোগ করে। এবং আরো সন্তানের জন্ম দেয় যারাও আল্লাহের প্রতিমূর্তি হবে। কেউই এটি ভাবার মতো এতো বোকা নয় যে যে কোন এক লিঙ্গের মানুষই সন্তান জন্ম দিতে পারে। ঠিক একই ভাবে জামাতেও আল্লাহ্ চান যেন নারী ও পুরুষ উভয়েই ফলশালী, আল্লাহের প্রতিমূর্তি বহণকারী ও শিষ্য গঠনকারী হয়।

২. ***রাবাহ* (বহুগুণে বৃদ্ধি করা)** -এই অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থ হলো নারী ও পুরুষ আল্লাহের প্রাচুর্যময় জীবন দ্রুততার সাথে সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেবে যোগ করার পরিবর্তে গুণের হারে!) যেখানে ফলশালী (***PARAH)*** হওয়া অর্থ নতুন প্রাণ সৃষ্টি, সেখানে রাবাহ (***RABAH***) এই প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে ।

৩. ***মেল*(পরিপূর্ণ করা)** – এর অর্থ উপচে পড়া, পর্যাপ্ত হওয়া, এবং পরিপূর্ণ করা। আল্লাহ্ চেয়েছেন নারী পুরুষ যেন সমাজের কোন বিভাগ আল্লাহের গৌরবের স্পর্শবিহীন না রাখে: শিক্ষা, ব্যবসায়, বিনোদন, সরকার, মিডিয়া, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। আমরা আমাদের রূহের দান, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও প্যাশনের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি, সমাজের প্রতিটি অংশকে প্রভাবিত করবো।

৪. ***কাবাশ* (বশীভূত করা)** – এর অর্থ জয় করা বা অধীনে আনা। *Kabash* অর্থ মাঠ ফাঁকা করে দেয়া বা পশুদেতর বশে আনা নয়। আল্লাহ্ চান যেন আমরা সব শত্রুর উপর জয়ী হই। আল্লাহের এসেছেন শয়তানের কাজ ধ্বংস করতে (১ ইউহোন্না ৩:৮)। পুরুষ এবং নারী একসাথে ভয় এবং বিশৃঙ্খলাকে জয় করবে এবং আল্লাহের আলো ও শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে।

৫. ***রাডাহ* (কর্তৃত্ব করা)** – আল্লাহ্ চায় মানুষ সমস্ত সৃষ্টির উপর কতৃত্ব করুক এবং যত্ন নিক। কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কোন এক লিঙ্গের উপর দেয়া হয়নি। পয়দায়েশ এক রূকুতে আল্লাহ্ "তাদেরকে" কর্তৃত্ব করতে বলেছেন।, কিন্তু একে অপরের উপর নয়। আল্লাহ্ মানবজাতিকে নেতৃত্বের গুণ দ্বারা রহমত করেছেন, তারা একসাথে আল্লাহের রাজদূত হিসেবে আল্লাহের রাজত্বে আধিপত্য করবে।

৬. **উপসংহার**

আল্লাহ্ আদেশ ও রহমত দিয়েছেন দুই লিঙ্গের মানুষকেই। তিনি নেতৃত্বকে শুধু পরুষুরে মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং উভয়েই শক্তিশালী সুবিধা ও ভারী নির্দেশনা লাভ করে। শয়তান চায় আল্লাহের আদেশগুলিকে বিকৃত করতে ও আল্লাহের দলকে ভেঙে দিতে। কিন্তু আমরা পারস্পারিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আল্লাহের হৃদয়কে প্রতিফলিত করবো।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?